সুনান আদ-দারেমী (হাদিসবিডি)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৫৪

ভূমিকা (المقدمة)

পরিচ্ছেদঃ ৩২. ইলম ও আলিমের মর্যাদা

بَابٌ فِي فَضْلِ الْعِلْمِ وَالْعَالِمِ

আরবী

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ جَمِيلٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي أَتَيْتُكَ مِنَ الْمَدِينَةِ مَدِينَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكَ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَلَا جَاءَ بِكَ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ بِهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ، لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ النُّجُومِ. إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا، وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظِّهِ ـ أَوْ بِحَظٍّ وَافِرٍ

إسناده ضعيف

বাংলা

৩৫৪. কাছীর ইবনু কাইস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি দামিস্কের মসজিদে আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু’র সাথে বসে ছিলাম। তখন এক লোক এসে বললো: হে আবু দারদা! আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শহর মদীনা হতে এখানে আপনার নিকট এসেছি একটি হাদীস (সংগ্রহ)-এর জন্য, যেটি আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন বলে আমার নিকট খবর পৌঁছেছে। আবু দারদা বললেন: তবে কি ব্যবসায়িক প্রয়োজন তোমাকে এখানে আসেনি? সে বললো, না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, এ ছাড়া অন্য কোনো কাজও কি তোমাকে এখানে নিয়ে আসেনি? তিনি বললেন, না। তখন তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: “যে ব্যক্তি ইলমের অনুসন্ধানে কোনো পথে চলে, এর মাধ্যমে আল্লাহ জান্নাতের রাস্তাসমূহের কোনো একটি রাস্তা (তার জন্য) সহজ করে দেবেন। আর নিশ্চয় ফেরেশতারা তালিবে ইলম’ (জ্ঞান অন্বেষণকারী)-এর জন্য খুশী হয়ে তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। আর আসমানবাসী, পৃথিবীবাসী এমনকি পানির মাছসমূহ পর্যন্ত তালিবে ইলমের জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকে। আর একজন আবিদের (ইবাদতগুজার) লোকের উপর একজন আলিমের শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক তেমন, যেমন সকল তারকার উপর চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব। নিশ্চয় আলিমগণ হলেন নবীগণের ওয়ারীস (উত্তরাধিকারী)। আর নবীগণ দীনার বা দিরহাম (মীরাস/উত্তরাধিকার হিসেবে) রেখে যান না, নিশ্চয় তাঁরা রেখে যান ইলম। ফলে যে ইলমকে গ্রহণ করলো সে এর অংশ লাভ করলো কিংবা এর সম্পূর্ণ অংশই লাভ করলো।[1]

ফুটনোট

[1] তাহক্বীক্ব: এর সনদ যয়ীফ। (হাফিজ (ইবনু হাজার আসকালানী) ফাতহুল বারী’তে এ বাবের টীকায় বলেছেন: হাদীসের (নিশ্চয় আলিমগণ হলেন নবীগণের ওয়ারীস ... এর সম্পূর্ণ অংশই লাভ করলো।) এ অংশে আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু হিব্বান, হাকিম তার সহীহ মন্তব্যসহ আবু দারদা হতে এটি বর্ণনা করেছেন এবং হামযাহ আল কিনানী একে হাসান বলেছেন।

আর তাদের নিকট এর সনদ যয়ীফ কিন্তু এর অনেক শাহিদ রয়েছে যা একে শক্তিশালী করে...।

তাখরীজ: আমরা এর পূর্ণ তাখরীজ করেছি সহীহ ইবনু হিব্বান নং ৮৮ এবং মাওয়ারিদুয যাম’আন নং ৮০ তে। এটি আরও রয়েছে: তাহাবী, মুশকিলুল আছার ১/৪২৯; ইবনু আব্দুল বারর, জামি’ বায়ানিল ইলম নং ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫; তাবারানী, মুসনাদুশ শামিয়্যিন নং ১২৩১; বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান নং ১৬৯৬; ফাসাওয়ী, মা’রিফাতুত তারীখ ৩/৪০১; পরের হাদীসের পরবর্তী হাদীস দু’টি দেখুন। আরও দেখুন তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৯৪।

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিসবিডি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=69665

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন